প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

চারটি সনদ জাল করে তিনি হলেন প্রধান শিক্ষক!

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

চারটি জাল সনদ নিয়ে সাড়ে তিন বছর শিক্ষকতা করার পর অবশেষে ফেঁসে গেছেন ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার ডেবরা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রুহুল আমিন। সাম্প্রতিক এক তদন্তে তার এসএসসি, এইচএসসি, বিএ এবং বিএডের সনদপত্র জাল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, রুহুল আমিন ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং এমপিওভুক্ত (মানথলি পে-অর্ডার) হন। মাস কয়েক আগে এলাকার এক ব্যক্তি সনদ জাল উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক নলছিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দেন। গত ১৭ মে ইউএনও উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ইউনুস আলীকে বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। তদন্ত শেষে পরিসংখ্যান কর্মকর্তা গত বুধবার প্রতিবেদন পেশ করেন।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রুহুল আমিনের এসএসসি ও এইচএসসির সনদ সঠিক কি না—জানতে চাইলে যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গত ২৮ মে এক চিঠিতে দুটি সনদই জাল বলে জানান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ) গত ৪ জুন জানিয়েছেন, রুহুলের বিএ এবং বিএড সনদও জাল।

ইউএনও এজাজ আহমেদ গতকাল বৃহস্পতিবার বলেন, 'বুধবার তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি। এখন যাচাই-বাছাই করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ উঠে-পড়ে লেগেছে।' তবে বিএডের সনদপত্র নিয়ে সমস্যা একটু আছে বলে তিনি স্বীকার করেন।